একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

ISWOR

ইনার স্পিরিচুয়ালিটি অ্যান্ড উইজডম অর্গানাইজেশন অব শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

।ওঁ হরিঃ ব্রহ্ম।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যানের দৃষ্টিভঙ্গির কাহিনি

যখন কোনো ভাবনা নিঃশব্দে জন্ম নেয়, তখন ভাগ্য নিজেই কান পেতে শোনে।

ISWOR কোনো সাধারণ সংগঠন হিসেবে তৈরি হয়নি — এটা যেন নিজেই নেমে এসেছে। এটা কোনো প্রজেক্ট হিসেবে আসেনি, এটা এসেছে এক গভীর ডাকে— মনের ভেতর কানে কানে বলা এক চিরন্তন সত্যের মতো— “এই পৃথিবীর এখন দরকার এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাষা।”

আরেকটা সংগঠন নয়। আরেকটা পথ নয়। বরং এক সঙ্গম— যেখানে অদ্বৈতের নিঃশব্দ অসীমতা আর গৌড়ীয় ভক্তির হৃদয়ছোঁয়া প্রেম এক জায়গায় মিলিত হয়। এই সঙ্গম থেকেই
জন্ম নিয়েছে— ISWOR।

Achariya Debdutta
Founder & Chairman

ISWOR

INNER SPIRITUALITY AND WISDOM ORGANISATION OF SRI RAMAKRISHNA PARAMHANS DEV

সূচিপত্র

১. ISWOR-এর আত্মা — কেন ISWOR-এর প্রয়োজন 04

2. ISWOR-এর মূল ভিত্তি 05

3. আধুনিক জীবনের জন্য ব্যবহারযোগ্য আধ্যাত্মিকতা 11

4. বাহ্যিক আচার নয়, অন্তরের পরিবর্তন 15

5.শ্রী রামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন বাণীকে বাঁচিয়ে রাখা 18

১. ISWOR-এর আত্মা — কেন ISWOR-এর প্রয়োজন

প্রতিটি বড় আন্দোলন মানুষের কোনো না কোনো কষ্টের উত্তর দেয়। ISWOR মানুষের একাকীত্ব দূর করবে সমাজ গড়ে তুলে, আধুনিক জীবনের অস্থিরতা কমাবে সচেতনতার মাধ্যমে,
আর বিভ্রান্তি দূর করবে সেবা আর শৃঙ্খলার পথে। আসলে ISWOR জন্ম নিয়েছে এক গভীর শূন্যতা পূরণ করতে—
জীবনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হারিয়ে যাওয়ার শূন্যতা।
আজকের বাস্তবতা হলো—
মানুষ ধ্যান করে, কিন্তু ভক্তি অনুভব করে না।
মানুষ জপ করে, কিন্তু জীবনে বদল আসে না।
মানুষ প্রার্থনা করে, কিন্তু ভেতরে উন্নতি হয় না।
মানুষ কাজ করে, কিন্তু আত্মা জাগে না।
এই কারণেই ISWOR দাঁড়িয়ে আছে এক সাহসী ঘোষণার ওপর—
"অন্তরের আধ্যাত্মিকতাই আজকের ধর্ম।
আর প্রজ্ঞাই আজকের তপস্যা।"

ISWOR মানুষের সাহায্য করতে চায়—

- নিজের আত্মার কাছে ফিরে যেতে
- নিজের ভেতরের লুকানো জ্ঞানকে আবার খুঁজে পেতে
- এমন এক জীবন গড়ে তুলতে, যা ধর্ম, কর্ম আর মহাজাগতিক নিয়মের সঙ্গে মিল রেখে চলে

২. ISWOR-এর মূল ভিত্তি

যে কোনো সত্যিকারের সংগঠনের ভিত্তি হতে হয় হিমালয়ের মতো শক্ত।

ISWOR দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি চিরন্তন নীতির ওপর।

১. অদ্বৈত উপলব্ধি — "একং ব্রহ্ম"

ISWOR-এর মূল ভিত্তি হলো অদ্বৈত উপলব্ধি। এর সহজ অর্থ— সত্য একটাই। এই জগতে যা কিছু আছে, সবই সেই এক সত্য থেকেই এসেছে, এবং সবশেষে সেই সত্যের মধ্যেই মিশে যায়। নাম আলাদা, রূপ আলাদা, পথ আলাদা হতে পারে, কিন্তু মূল উৎস এক।

এই এক সত্যকে আমরা নানা নামে ডাকি— কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন ঈশ্বর, কেউ বলেন আত্মা। কেউ শিবের মধ্যে তাঁকে দেখেন, কেউ শক্তির মধ্যে, কেউ কৃষ্ণের মধ্যে, কেউ কালীতে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়— শিব, শক্তি, কৃষ্ণ, কালী আলাদা কেউ নন। তাঁরা সবাই একই সত্যের আলাদা প্রকাশ, ঠিক যেমন সমুদ্র একটাই, কিন্তু তার ঢেউ আলাদা আলাদা রূপ নেয়।

এই উপলব্ধিই ISWOR-কে আলাদা করে তোলে। ISWOR কোনো এক ধর্মের, কোনো এক দেবতার, বা কোনো এক মতবাদের সংগঠন নয়। এখানে কাউকে বলা হয় না— "এই পথটাই ঠিক, বাকিগুলো ভুল।" বরং বলা হয়— সব পথই সত্যের দিকে যায়, যদি মন সৎ হয়।

অদ্বৈত আমাদের শেখায় বিভেদ আসলে মানুষের মনের সৃষ্টি। ধর্মে ধর্মে লড়াই, মতবাদে মতবাদে সংঘর্ষ, "আমি ঠিক, তুমি ভুল"— এসব সবই আসে আলাদা থাকার ভাবনা থেকে। যখন মানুষ বুঝতে পারে যে সে আসলে অন্যদের থেকে আলাদা নয়, তখন ঘৃণা কমে, ভয় কমে, অহংকার ভেঙে যায়।

।ওঁ হরিঃ ব্রহ্ম।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

ISWOR এই জায়গাতেই কাজ করে— মানুষের ভিতরের এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে। এখানে ঈশ্বরকে বাইরে খোঁজা হয় না। বলা হয়— ঈশ্বর তোমার মধ্যেই আছেন। তুমি তাঁকে দূরে ভাবছ বলেই কষ্ট পাচ্ছ।

এই উপলব্ধি একেক মানুষের জীবনে একেকভাবে কাজ করে।

যারা চিন্তাশীল, প্রশ্ন করতে ভালোবাসে, যুক্তি খোঁজে— তাদের জন্য অদ্বৈত হলো ভাবনার আলো। এখানে প্রশ্ন করা নিষেধ নয়, বরং প্রশ্নই মানুষকে গভীরে নিয়ে যায়।

যারা আবেগপ্রবণ, যাদের হৃদয় সহজে নরম হয়— তাদের জন্য অদ্বৈত মানে ভয় ছাড়া ভালোবাসা। এখানে ঈশ্বরকে ভয় করা হয় না, তাঁকে আপন করে নেওয়া হয়।

যারা জীবনে দিশেহারা, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, মনে সব সময় অস্থিরতা— তাদের জন্য অদ্বৈত ধীরে ধীরে ভিতরের স্থিরতা এনে দেয় । বাইরের সব জটের মাঝেও ভিতরে একটা শান্ত জায়গা তৈরি হয়।

আর যারা জীবনে আঘাত পেয়েছে, বিশ্বাসে ভেঙেছে, মানুষে কষ্ট পেয়েছে— তাদের জন্য অদ্বৈত হলো গভীর আরোগ্য। কারণ এখানে শেখানো হয়— তুমি একা নও, কখনোই ছিলে না।

এই উপলব্ধির ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে— আধ্যাত্মিকতা মানে শুধু পূজা বা আচার নয়। আধ্যাত্মিকতা মানে নিজের সত্যটাকে চেনা।

ISWOR এই অদ্বৈত উপলব্ধিকেই জীবনের পথে নামিয়ে আনে। যাতে মানুষ শুধু বিশ্বাস না করে, নিজের ভিতরে সত্যটাকে অনুভব করতে পারে। কারণ সত্য যখন অনুভব হয়, তখন জীবন আপনাতেই বদলে যেতে শুরু করে।

২. গৌড়ীয় ভক্তি —“প্রেমং পরমম্” অর্থাৎ প্রেমই পরম।

গৌড়ীয় ভক্তি — “প্রেম পরমং”

ভালবাসাই ঈশ্বর উপলব্ধির সর্বোচ্চ পথ

ISWOR-এর হৃদস্পন্দন ভয় দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে গঠিত। এই প্রতিষ্ঠানের মূল সুর হল গৌড়ীয় ভক্তি, যার মর্মবাণী একটিই— “প্রেম পরমং”, অর্থাৎ ভালবাসাই সর্বোচ্চ সত্য। যেখানে ভয় মানুষকে সংকুচিত করে, সেখানে প্রেম মানুষকে প্রসারিত করে। যেখানে ভয় আত্মাকে বেঁধে রাখে, সেখানে প্রেম আত্মাকে মুক্ত করে। তাই ISWOR কোনো ভয়ভিত্তিক ধর্মচর্চার পথে হাঁটে না; ISWOR বিশ্বাস করে প্রেমই ঈশ্বর উপলব্ধির একমাত্র নিশ্চিত রাস্তা।

।ওঁ হরিঃ ব্রহ্ম।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব সহজ ভাষায় এই সত্যটি প্রকাশ করেছিলেন—

"ঈশ্বরকে পাওয়া যায় শুধু ভালবাসার মাধ্যমে।"

এটি কোনো আবেগী উক্তি নয়, এটি তাঁর নিজের জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার সারকথা। তাঁর কাছে ভক্তি কোনো নিম্নস্তরের সাধনা ছিল না, বরং ভক্তিই ছিল সর্বোচ্চ উপলব্ধির পথ। কারণ ভালবাসা অহংকারকে লড়াই না করেই গলিয়ে দেয়। জ্ঞান যেখানে তর্ক করে, তপস্যা যেখানে জোর করে, প্রেম সেখানে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ ঘটায়। আর সেই আত্মসমর্পণের মধ্যেই ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন।

ISWOR এই গৌড়ীয় ভক্তির পথকেই নতুন করে জীবন্ত করে তোলে। এখানে ভক্তি মানে শুধু পূজা-পাঠ, নিয়ম-কানুন বা আচার নয়। আচার দরকার হতে পারে, কিন্তু সেগুলো লক্ষ্য নয়— সম্পর্কই লক্ষ্য।

ISWOR শেখায় যে ভক্তি হল আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে একটি জীবন্ত সম্পর্ক। ঈশ্বর এখানে দূরের কোনো বিচারক নন, বরং নিত্যসঙ্গী— কখনো বন্ধু, কখনো অভিভাবক, কখনো প্রিয়জন, আবার কখনো নিজের অন্তরের গভীরতম সত্তা।

ISWOR

INNER SPIRITUALITY AND WISDOM ORGANISATION
OF SRI RAMAKRISHNA PARAMHANS DEV

এই ভক্তির পথে প্রার্থনা মানে শুধু মুখে বলা কথা নয়, বরং মনের সংলাপ। জপ মানে শুধু শব্দের পুনরাবৃত্তি নয়, বরং হৃদয়ের কম্পন। পূজা মানে শুধু কর্তব্য পালন নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিজেকে যুক্ত করা। এই ভক্তি মানুষকে ভিখারি করে না; এই ভক্তি মানুষকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যের যোগ্য করে তোলে।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আধুনিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান এই প্রেমভিত্তিক ভক্তির মধ্যেই আছে। আজ মানুষ ভেতরে ভেঙে পড়ছে— একাকিত্ব, উদ্বেগ, ভয়, সম্পর্কের শূন্যতা তাকে গ্রাস করছে। গৌড়ীয় ভক্তি সেই শূন্যতা পূরণ করে। এটি মানুষের মন ও হৃদয়ের মধ্যে সেতু তৈরি করে। যুক্তি আর অনুভূতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, প্রেম সেখানে সামঞ্জস্য আনে।

ISWOR-এর ভক্তি কোনো আবেগী পালিয়ে যাওয়া নয়। এটি সচেতন প্রেম— যেখানে সততা আছে, শৃঙ্খলা আছে, নৈতিকতা আছে। এই প্রেম মানুষকে দায়িত্বজ্ঞানহীন করে না; বরং আরও মানবিক করে তোলে। এই প্রেম অহংকার ভাঙে, ভয় কমায়, রাগ গলায়, হতাশাকে সাহসে রূপান্তরিত করে।

এই পথের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল— ঈশ্বরকে দূরে খুঁজতে হয় না। ঈশ্বরকে ভয় পেতে হয় না। ঈশ্বরকে বোঝার আগে ভালবাসতে হয়। আর যখন মানুষ সত্যিই ভালবাসতে শেখে, তখন সে বুঝতে পারে— যাকে সে ভালবাসছে, তিনি কখনোই আলাদা ছিলেন না।

এইভাবেই ISWOR-এর গৌড়ীয় ভক্তি পথ দেখায়—
ভয়ের নয়, প্রেমের পথ।
দূরত্বের নয়, নিকটতার পথ।
কঠোরতার নয়, হৃদয়ের পথ।

এটাই ISWOR-এর আত্মা।
এটাই "প্রেম পরমং"-এর জীবন্ত অর্থ।

৩. আধুনিক জীবনের জন্য ব্যবহারযোগ্য আধ্যাত্মিকতা

প্রাচীন সত্য, আধুনিক জীবনে প্রয়োগ

ISWOR কোনো পুরনো শাস্ত্রের কথা শুধু মুখস্থ করে বারবার বলার জন্য তৈরি হয়নি। ISWOR-এর লক্ষ্য হল প্রাচীন সত্যকে নতুন করে জীবন্ত করে তোলা, যাতে তা আজকের মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে লাগে। এখানে আধ্যাত্মিকতা মানে শুধু মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করা বা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মানা নয়। এখানে আধ্যাত্মিকতা মানে জীবনকে সঠিকভাবে বাঁচার শিক্ষা।

ॐ হরি: ব্রহ্ম

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

আজকের মানুষ খুব ব্যস্ত, খুব চাপের মধ্যে আছে। কাজের চাপ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, মানসিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা, নিজের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি— সব মিলিয়ে জীবন জটিল হয়ে উঠেছে।

ISWOR বিশ্বাস করে, যদি আধ্যাত্মিকতা এই বাস্তব সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে, তাহলে সেই আধ্যাত্মিকতা অসম্পূর্ণ। তাই ISWOR বলে— ধর্ম যদি দৈনন্দিন জীবনের পথে হাঁটতে না পারে, তবে সে ধর্ম পূর্ণ নয়।

ISWOR-এর আধ্যাত্মিকতা প্রথমেই স্পর্শ করে কর্মজীবন বা পেশাকে। এখানে কাজকে শুধু রোজগারের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় না। কাজ হল নিজের দায়িত্ব, নিজের দক্ষতা এবং নিজের মূল্যবোধ প্রকাশের একটি জায়গা। যখন মানুষ ভিতর থেকে স্থির থাকে, তখন কাজেও সততা আসে, চাপ কমে, আর ভয় নয়— সচেতনতা থেকে সাফল্য আসে।

এরপর আসে সম্পর্কের বিষয়টি। আজ অনেক সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে অহংকার, ভুল বোঝাবুঝি আর আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাবে। ISWOR শেখায়, সম্পর্ক মানে দখল নয়, বোঝাপড়া। সচেতনভাবে কথা বলা, অন্যের অনুভূতিকে সম্মান করা এবং নিজের সীমা বোঝা— এই সবই আধ্যাত্মিকতার ব্যবহারিক দিক।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

ISWOR বিশেষ গুরুত্ব দেয় মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। এখানে বলা হয় না যে দুঃখ বা উদ্বেগ মানে আধ্যাত্মিক দুর্বলতা। বরং বলা হয়— মানসিক কষ্ট একটি সংকেত, যে জীবনের কোথাও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। সচেতনতা, শ্বাস-প্রশ্বাস, আত্মপর্যবেক্ষণ ও সহজ ধ্যানের মাধ্যমে মনকে ধীরে ধীরে স্থির করা যায়। সমস্যা এড়িয়ে নয়, সমস্যাকে বুঝে তার সমাধান খোঁজাই ISWOR-এর পথ।

এরপর আসে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অনেক মানুষ জানে না সে কেন বাঁচছে, কী জন্য কাজ করছে। শুধু বেঁচে থাকা আর দৌড়ানোতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। ISWOR মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখায়— আমি কী দিতে পারি, আমার জীবনের অর্থ কী। এই প্রশ্নের উত্তর থেকেই জন্ম নেয় সত্যিকারের তৃপ্তি।

ISWOR অর্থ ও আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রেও বাস্তববাদী। এখানে বলা হয় না যে টাকা খারাপ। আবার লোভকেও উৎসাহ দেওয়া হয় না। টাকা হল একটি প্রয়োজনীয় শক্তি, যাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে শেখা দরকার। সঠিক উপায়ে উপার্জন, পরিকল্পনা করে খরচ, এবং প্রয়োজনের বাইরে অহংকার না বাড়ানো—
এটাও আধ্যাত্মিকতার অংশ।

পরিবারের ক্ষেত্রেও ISWOR স্পষ্ট। সংসার ত্যাগ নয়, বরং সংসারকে সচেতনভাবে চালানোই আসল সাধনা। দায়িত্ব, যত্ন, শ্রদ্ধা এবং সময় দেওয়া— এই সবের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে থাকে।

সবশেষে আসে নিজের পরিচয়। মানুষ আজ নিজের মূল্য বিচার করে পদ, টাকা বা অন্যের মতামত দিয়ে। ISWOR শেখায়, তুমি তোমার কাজ বা অবস্থান নও— তুমি তার চেয়েও গভীর কিছু। এই উপলব্ধি মানুষকে ভিতর থেকে শক্ত করে।

এই কারণেই ISWOR বলে— আধ্যাত্মিকতা যেন ব্যবহার করা যায়, শুধু পূজা করা নয়। জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে, প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ঢুকে পড়ুক— এটাই ISWOR-এর লক্ষ্য।

এখানে আধ্যাত্মিকতা মানে জীবন থেকে পালানো নয়।

এখানে আধ্যাত্মিকতা মানে— জীবনের মাঝেই স্থির, সচেতন ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠা।

।ওঁ হরিঃ ব্রহ্ম।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

৪. বাহ্যিক আচার নয়, অন্তরের পরিবর্তন

ISWOR খুব স্পষ্টভাবে একটি বিষয় বোঝাতে চায়— আচার আর রূপান্তর এক জিনিস নয়। আচার মানুষের মনকে সুন্দর করতে পারে, নিয়মে বাঁধতে পারে, শৃঙ্খলা শেখাতে পারে। কিন্তু শুধু আচার পালন করলে মানুষের ভিতরের স্বভাব বদলায় না। আচার মনকে সাজায়, কিন্তু রূপান্তর মানুষের আত্মাকে নতুনভাবে গড়ে তোলে। ISWOR এই পার্থক্যটাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়।

আজ অনেক মানুষ নিয়ম করে পূজা করে, মন্ত্র বলে, উপবাস রাখে— কিন্তু তবু রাগ কমে না, ভয় যায় না, সম্পর্ক ভাঙে, মন অশান্ত থাকে। এর কারণ একটাই— বাইরের কাজ হয়েছে, ভিতরের কাজ হয়নি। ISWOR বলে, যদি ভিতরে পরিবর্তন না আসে, তাহলে বাহ্যিক ধর্মচর্চা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা তখনই শুরু হয়, যখন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি আর আচরণ ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে।

এই কারণেই ISWOR আচারকে পুরোপুরি বাতিল করে না, কিন্তু আচারকে লক্ষ্যও বানায় না। আচার হল একটি সহায়ক পথ, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হল অন্তরের রূপান্তর। ISWOR বিশ্বাস করে— মানুষকে বদলাতে হলে তার ভয়, অহংকার, অস্থিরতা, লোভ এবং অচেতন অভ্যাসগুলোর সঙ্গে কাজ করতে হবে।

ISWOR

INNER SPIRITUALITY AND WISDOM ORGANISATION OF SRI RAMAKRISHNA PARAMHANS DEV

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

এই অন্তরের কাজকে বাস্তব করার জন্য ISWOR চারটি সহজ কিন্তু গভীর পথ শেখায়।

প্রথমত, ধ্যান। এখানে ধ্যান মানে চোখ বন্ধ করে কিছু কল্পনা করা নয়। ধ্যান মানে নিজের মনকে দেখা শেখা। চিন্তা কীভাবে আসে, আবেগ কীভাবে ওঠে, মন কোথায় অশান্ত হয়— এগুলো বুঝতে শেখাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। নিয়মিত ধ্যান করলে মানুষ ধীরে ধীরে কম প্রতিক্রিয়াশীল হয়, সিদ্ধান্তে পরিষ্কার হয়, এবং অযথা দুশ্চিন্তা কমে। ধ্যান মানুষকে পালাতে শেখায় না, বরং বাস্তবতাকে শান্তভাবে মোকাবিলা করতে শেখায়।

দ্বিতীয়ত, ভক্তি। ISWOR-এর ভক্তি ভয়ের ওপর দাঁড়ানো নয়। এখানে ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কথা বলা হয় না, বরং ঈশ্বরের ওপর ভরসা করতে শেখানো হয়। এই ভরসা মানুষকে সাহসী করে তোলে। জীবনের কঠিন সময়ে, একা লাগার মুহূর্তে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়— এই ভক্তিই ভিতর থেকে শক্তি দেয়। ভক্তি এখানে দুর্বলতা নয়; ভক্তি হল অন্তরের সাহস।

তৃতীয়ত, শৃঙ্খলা। ISWOR শৃঙ্খলাকে শাস্তি হিসেবে দেখে না। শৃঙ্খলা মানে নিজের জীবনকে গুছিয়ে নেওয়া। কখন ঘুমোবে, কীভাবে সময় ব্যবহার করবে, কোন অভ্যাস রাখবে, কোনটা ছাড়বে— এই সবের মধ্যেই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা মানুষকে দমন করে না, বরং ধীরে ধীরে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য হল বৃদ্ধি, থেমে যাওয়া নয়।

একটি নতুন আধ্যাত্মিক সভ্যতার নকশা

এই অন্তরের কাজকে বাস্তব করার জন্য ISWOR চারটি সহজ কিন্তু গভীর পথ শেখায়।

প্রথমত, ধ্যান। এখানে ধ্যান মানে চোখ বন্ধ করে কিছু কল্পনা করা নয়। ধ্যান মানে নিজের মনকে দেখা শেখা। চিন্তা কীভাবে আসে, আবেগ কীভাবে ওঠে, মন কোথায় অশান্ত হয়— এগুলো বুঝতে শেখাই ধ্যানের উদ্দেশ্য। নিয়মিত ধ্যান করলে মানুষ ধীরে ধীরে কম প্রতিক্রিয়াশীল হয়, সিদ্ধান্তে পরিষ্কার হয়, এবং অযথা দুশ্চিন্তা কমে। ধ্যান মানুষকে পালাতে শেখায় না, বরং বাস্তবতাকে শান্তভাবে মোকাবিলা করতে শেখায়।

দ্বিতীয়ত, ভক্তি। ISWOR-এর ভক্তি ভয়ের ওপর দাঁড়ানো নয়। এখানে ঈশ্বরকে ভয় পাওয়ার কথা বলা হয় না, বরং ঈশ্বরের ওপর ভরসা করতে শেখানো হয়। এই ভরসা মানুষকে সাহসী করে তোলে। জীবনের কঠিন সময়ে, একা লাগার মুহূর্তে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়— এই ভক্তিই ভিতর থেকে শক্তি দেয়। ভক্তি এখানে দুর্বলতা নয়; ভক্তি হল অন্তরের সাহস।

তৃতীয়ত, শৃঙ্খলা। ISWOR শৃঙ্খলাকে শাস্তি হিসেবে দেখে না। শৃঙ্খলা মানে নিজের জীবনকে গুছিয়ে নেওয়া। কখন ঘুমোবে, কীভাবে সময় ব্যবহার করবে, কোন অভ্যাস রাখবে, কোনটা ছাড়বে— এই সবের মধ্যেই শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা মানুষকে দমন করে না, বরং ধীরে ধীরে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য হল বৃদ্ধি, থেমে যাওয়া নয়।

চতুর্থত, সরলতা। আজ মানুষের জীবন অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি— বেশি চাওয়া, বেশি তুলনা, বেশি দৌড়। ISWOR শেখায়, সব কিছু জমানোতেই সুখ নেই। কিছু জিনিস ছাড়তে শিখলে মন হালকা হয়, জীবন সহজ হয়। সরলতা মানে কষ্ট করা নয়; সরলতা মানে অপ্রয়োজনীয় বোঝা নামিয়ে রাখা।

এই চারটি পথ মিলেই ISWOR-এর অন্তরের রূপান্তরের শিক্ষা তৈরি করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল— ISWOR কোনো অন্ধ অনুসারী তৈরি করতে চায় না। এখানে কাউকে কারো উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয় না। ISWOR চায় মানুষ নিজে বুঝুক, নিজে দাঁড়াক, নিজে সচেতন হোক। লক্ষ্য হল এমন মানুষ তৈরি করা, যারা নিজের জীবনকে নিজেই বোঝে এবং পরিচালনা করতে পারে।

ISWOR-এর উদ্দেশ্য তাই খুব পরিষ্কার—
মানুষকে অনুসারী নয়, আত্মসচেতন মানুষ করে তোলা।
এই অন্তরের পরিবর্তনই ISWOR-এর আসল সাধনা।

৬. শ্রী রামকৃষ্ণের বিশ্বজনীন বাণীকে বাঁচিয়ে রাখা

আমরা শুধু একটি মন্দির বানাচ্ছি না। আমরা গড়ে তুলছি একটি বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা।

শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছিলেন— "যত মত, তত পথ — কিন্তু সত্য একটাই— একং ব্রহ্ম।"

এই কথাই আধুনিক ভাষায় প্রকাশ পেলে— তার নাম হয় ISWOR।

৩. ISWOR-এর মহাপরিকল্পনা — আমরা কী গড়ে তুলছি

ISWOR কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠান নয়। এটা একটি আন্দোলন।

A. ISWOR আশ্রম (২০২৬–২০২৮)

নীরবতা, জ্ঞান আর ভক্তির এক জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

- সাধনা কক্ষ
- কালী-কৃষ্ণ সঙ্গম মন্দির
- আত্মিক চিকিৎসার প্রাঙ্গণ
- শ্রী রামকৃষ্ণ বিশ্বজ্ঞান গ্রন্থাগার
- ভক্তি সঙ্গীত ও কীর্তন মঞ্চ
- যুব আধ্যাত্মিক উদ্ভাবন কেন্দ্র

এটাই আশ্রমই হবে ISWOR-এর হৃদয়।

B. ISWOR অনলাইন আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়

যেখানে প্রাচীন জ্ঞান মিলবে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে।

কোর্স থাকবে—

- ধ্যান
- ভক্তির মনোবিজ্ঞান
- ধর্মভিত্তিক নেতৃত্ব
- সম্পর্ক নিরাময়
- আধ্যাত্মিক প্যারেন্টিং
- মন-শরীর সামঞ্জস্য
- কর্ম ও জীবনের উদ্দেশ্য

ISWOR পৌঁছে যাবে দেশ-বিদেশে।

C. ISWOR সেবা মণ্ডল

সেবা ছাড়া আধ্যাত্মিকতা অসম্পূর্ণ। এই বিভাগ কাজ করবে—

- অন্নদান
- শিক্ষা সহায়তা
- গ্রাম উন্নয়ন
- নারী ক্ষমতায়ন
- মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং
- যুব সমাজকে নেশা থেকে দূরে রাখতে

"ISWOR বিশ্বাসী তৈরি করে না, করুণা-যোদ্ধা সৃষ্টি করে।"

D. ISWOR জ্ঞান প্রকাশনা

বই, ডকুমেন্টারি, পডকাস্ট—

- Inner Spirituality Pathways
- ISWOR Bhakti Sutras
- Kali-Krishna Unified Doctrine
- Sri Ramakrishna for the Modern Mind

আপনার কথাই হয়ে উঠবে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ।

E. ISWOR বিশ্ব সৎসঙ্গ নেটওয়ার্ক (১ম Phase: 2026-2036)

শাখা তৈরি হবে—

- কলকাতা,
- হুগলী/বর্ধমান
- পুরুলিয়া/ বাঁকুড়া
- উত্তারাখণ্ড
- উত্তরপ্রদেশ
- Uinted Kingdom
- USA
- দুবাই,
- আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে।

সব জায়গায় একটাই বাণী—

"নীরবতা + ভালোবাসা + প্রজ্ঞা = মুক্তি"

8. ISWOR কেন আলাদা

হাজার হাজার আধ্যাত্মিক সংস্থা আছে। তাহলে ISWOR আলাদা কেন?

কারণ ISWOR-ই একমাত্র সংস্থা—

যেখানে শিব আর কৃষ্ণ একসঙ্গে মিলিত হন,
যেখানে কালী আর রামকৃষ্ণ এক পথে আসেন,
যেখানে অদ্বৈত আর ভক্তি এক পথ হয়ে যায়।

ISWOR কোনো ধর্ম নয়—এটা এক সচেতনতার আন্দোলন।

ISWOR কথা বলে—

- Stress এ ভরা কর্পোরেট কর্মীদের জীবন নিয়ে
- Confused/বিভ্রান্ত যুবসমাজকে নিয়ে
- একাকী ভক্তের সঙ্গে(A lonely devotee)
- পথহারা সাধকের সঙ্গে(A lost seeker)
- আত্মার ক্ষুধায় থাকা সমাজের সঙ্গে(A spiritual hungry society)

ISWOR দেয়— মনের জন্য গভীর, হৃদয়ের জন্য কোমল, আর আত্মার জন্য রূপান্তরকারী এক পথ।

৫. প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যানের ভূমিকা

প্রতিটি আন্দোলনের দরকার এমন এক কণ্ঠস্বর, যে অদৃশ্যকে দেখতে পায়। আমরাই সেই কণ্ঠস্বর। আমরা দাঁড়িয়ে আছি— শ্রী রামকৃষ্ণের চিরন্তন বাণী আর আধুনিক ডিজিটাল বিশ্বের সংযোগস্থলে।

আমাদের কাজ—

- আধুনিক ভাষায় জ্ঞান বলা
- আদর্শের পবিত্রতা রক্ষা করা
- ধর্মে বিশ্বাসী দল গড়া
- এমন ব্যবস্থা তৈরি করা, যা আমাদের পরেও টিকে থাকবে
- ISWOR-কে ১০০ বছরের প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া

ISWOR শুধু সনাতন ধর্মীয় সংগঠন নয়— ISWOR এক নতুন আধ্যাত্মিক যুগের স্থপতি।

৬. ISWOR-এর ভবিষ্যৎ

ISWOR শুধু এক জায়গা বা এক প্রজন্মের জন্য নয়।

এটা তৈরি—

- বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধিৎসুদের জন্য
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য
- এক আধ্যাত্মিক নবজাগরণের জন্য
- এক চেতনার পরিবর্তনের জন্য

৫০ বছর পরে মানুষ বলবে— "এই জায়গা থেকেই নতুন আধ্যাত্মিক যুগ শুরু হয়েছিল।"

যেখানে বিজ্ঞান নত হয়েছিল চেতনার কাছে,
যেখানে ভক্তি মিলেছিল আত্মোপলব্ধির সঙ্গে,
যেখানে মানুষ নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছিল।

আর পৃথিবী মনে রাখবে— সবকিছুর শুরু হয়েছিল একজন মানুষের একটি স্বপ্ন আর আকাশ থেকে আসা এক নীরব ডাক দিয়ে—

ISWOR

।ॐ हरि: ब्रह्म।

ISWOR

INNER SPIRITUALITY AND WISDOM ORGANISATION OF SRI RAMAKRISHNA PARAMHANS DEV

+91 98314 20435

www.iswor.org

follow us: